নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নবী চরিত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

কুরআনের মু‘জেযা হওয়ার প্রমাণ সমূহ- ২৬. কুরআন থেকে মুখ ফিরানোই হ’ল জাতির অধঃপতনের মূল কারণ(الإعراض عن القرآن هو السبب الحقيقى لانحطاط الأمة)

কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াকেই উম্মতের অধঃপতনের কারণ বলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) স্বীয় পালনকর্তার নিকটে ওযর পেশ করে বলবেন, وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوْرًا ‘হে আমার পালনকর্তা! আমার কওম এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছিল’ (ফুরক্বান ২৫/৩০)। অন্যদিকে যালেমদের কৈফিয়ত হবে আরও করুণ।

যেমন আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً- يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيلاً- لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً- ‘যেদিন যালেম নিজের দু’হাত কামড়িয়ে বলবে, হায়! যদি আমি (দুনিয়াতে) রাসূল-এর সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম’! ‘হায়! যদি আমি অমুককে (শয়তানকে) বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম’! ‘আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকটে উপদেশ (কুরআন) এসে যাবার পর। বস্ত্ততঃ শয়তান মানুষের জন্য মহা প্রতারক’ (ফুরক্বান ২৫/২৭-২৯)।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5798

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন